দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 21 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ৪

প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলোর মধ্যে সশস্ত্র মহড়া ॥ কুমিল্লা ছাত্রলীগের সম্মেলন ফের স্থগিত

কুমিল্লা, ২০ মে, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলোর মধ্যে তীব্র উত্তেজনা এবং সশস্ত্র মহড়া-হামলা পাল্টাহামলার মুখে দীর্ঘ একযুগ প্রতীক্ষার পর আয়োজিত কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের সম্মেলন আবারও স্থগিত হয়ে গেছে। 'ঐতিহাসিক আহ্বায়ক কমিটি' গঠনের পর অন্তত ৬ বার সম্মেলনের তারিখ পিছিয়ে ২১ মে বুধবার তা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ সম্মেলন উপলক্ষে কুমিল্লায় এলেও সশস্ত্র মহড়ার মুখে সম্মেলন স্থগিত করে মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা চলে গেছেন। তাঁদের পিছু পিছু জেলা ছাত্রলীগের সব নেতা ঢাকায় চলে গেছেন। ১৯৯১ সালে আবদুল হাই বাবলুকে সভাপতি ও চিত্তরঞ্জন ভৌমিককে সাধারণ সম্পাদক করে জেলা ছাত্রলীগের কমিটি গঠিত হয়েছিল। এরপর ১৯৯৮ সালে এই কমিটি আবার ক্ষমতা পায়। ২০০২ সালের জুলাইয়ে এই কমিটি ভেঙ্গে আহ্বায়ক কমিটির গঠন করা হয়। ছাত্রলীগের ৮৪টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে কুমিল্লা ছিল এ থেকে ব্যতিক্রম। এই আহ্বায়ক কমিটির তিন মাসের মধ্যে সম্মেলন করার কথা থাকলেও অন্তত ৬ বার সময় পিছিয়ে ১১ মাস পর ২১ মে সম্মেলনের দিন নির্ধারিত হয়। এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের যুগ্ম-সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ, অর্থ সম্পাদক মোর্শেদ ও জনসংযোগ সম্পাদক মাসুদ খন দুলাল সোমবার কুমিল্লা পৌঁছান। এই তিন কেন্দ্রীয় নেতা শহরের নজরুল এ্যাভিনিউয়ের 'আশিক' আবাসিক হোটেলে ওঠেন। রাতে তাঁরা ছাত্রলীগের প্রতিদ্বন্দ্বী ৪ গ্রুপের নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। রাত সাড়ে ৯টায় সোহেল-রুবেল-শাহিন গ্রুপের নেতারা কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে এনামুল হক এনাম গ্রুপ এবং আনিসুর রহমান মিঠু গ্রুপের সমর্থক ক্যাডাররা হামলা করে। এ সময় সোহেল-রুবেল-শাহিন গ্রুপের শাহ মুজিবকে ক্যাডাররা রাইফেলের বাঁট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয় এবং অন্য নেতৃবৃন্দকে মারধর করে এবং ১টি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটায়। এ সময় প্রাণভয়ে সোহেল গ্রুপের তাহের, হুমায়ুন, শরিফ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের রুমে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সম্মুখে মিঠু গ্রুপের এক কর্মী অস্ত্র উঁচিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের নেতাদের হুমকি দিলে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তাকে মস্তানি না করার জন্য বলেন। এ প্রসঙ্গে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মোর্শেদ জনকণ্ঠকে জানান, আমরা কোন মস্তানকে ছাত্রলীগে আশ্রয় দেব না, মস্তানি, অস্ত্রবাজি করতে হলে ছাত্রদলে চলে যেতে হবে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সামনে অস্ত্র উঁচিয়ে কথা বলায় কেন্দ্রীয় নেতারা ক্ষুব্ধ হন।

এদিকে নিরাপত্তাজনিত কারণে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ আশিক হোটেল থেকে শহরের অদূরে নূরজাহান হোটেলে অবস্থান নেন। সেখানে উপজেলা ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে কথা বলার কথা থাকলেও তা না করে নেতৃবৃন্দ সম্মেলন স্থগিত করে ঢাকায় চলে যান। দুপুর সাড়ে ১১টায় মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সামনে ছাত্রলীগ সদস্য আশিককে লক্ষ্য করে সোহেল গ্রুপের ক্যাডাররা ককটেল নিক্ষেপ করে বলে আশিক জনকণ্ঠকে জানিয়েছে।